২

গণপরিষদ ও ভারতীয় সংবিধান

The Constituent Assembly and Constitution of India

ভারতীয় গণপরিষদ ভারতের বর্তমান সংবিধানের প্রণেতা। কোন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান সেই দেশের জনগণের দ্বারা রচিত হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। তবে ভারতের মতো দেশে সকলের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজে সোজাসুজি অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। তাই দেশবাসীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করে তার ওপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। সেই সংস্থাকেই গণপরিষদ বলা হয়। পণ্ডিত নেহরু গণপরিষদের সংজ্ঞা দান করতে গিয়ে বলেছেন যে, "It means the masses of a country in action through their elected representatives."

ভারতীয় গণপরিষদ স্থাপনের ইতিহাস ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে জড়িত। ১৯০৬ সালে ভারতের জন্যে গণপরিষদের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯২২ সালে গান্ধীজী ভারতীয় গণপরিষদের দাবি ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নাথ রায়ও একটি গণপরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেছিল যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ সংবিধান রচনা করবে। ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ ও গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার যে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা।

গণপরিষদের গঠন (Composition of the Constituent Assembly)

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে চারটি মূল নীতির ভিত্তিতে ভারতে গণপরিষদ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই ৪টি নীতি হল—

(১) ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদে আসন পাবে। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে প্রতি ১০ লক্ষ জনগণের জন্যে একজন করে প্রতিনিধি গণপরিষদে প্রেরণ করা হবে।

(২) গণপরিষদের সকল আসন সাধারণ জনগণ (অমুসলিম ও অশিখ), মুসলমান ও শিখ— এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বিভক্ত হবে।

(৩) প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিটি সম্প্রদায়ের সদস্যগণ একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলোকে ৯৩ জন প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়া হবে।

Scanned by CamScanner

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৮৯ জন হবে বলে স্থির করা হয়। তার মধ্যে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলো থেকে ২৯২ জন সদস্য আসবে। ঐ আসনগুলো আবার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়—মুসলমান-৭৮, শিখ-৪, সাধারণের জন্য-২১০টি।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৮, মুসলিম লীগ ৭৩ ও অন্যান্য আসনগুলো কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট; নির্দল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলো লাভ করেছিল।

গণপরিষদ গঠনের মূল্যায়ন (Evaluation of the Constituent Assembly)

(১) অনেক সমালোচকদের মতে ভারতীয় গণপরিষদকে জনগণের প্রতিনিধিপুষ্ট পরিষদ বলা যায় না কারণ গণপরিষদের নির্বাচন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়নি।

(২) অনেকের মতে গণপরিষদ সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। গণপরিষদে সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।

(৩) গণপরিষদে সকল দলের প্রতিনিধি ছিল না। হিন্দু মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা গণপরিষদে ছিল না।

(৪) গণপরিষদে আইন ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল।

গণপরিষদের কার্যাবলী (Functions of the Constituent Assembly)

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। মুসলিম লীগের সদস্যরা ঐ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পৃথক পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিতে অনড় ছিলেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১২ই ডিসেম্বর সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়েছিল। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন চলেছিল ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারি গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। ঐ সময় কতকগুলো কমিটি গঠিত হয়। ঐ অধিবেশনে হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে গণপরিষদের সহসভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

১৯৪৭ সালের ২২শে এপ্রিল গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়েছিল। সেই সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠিত হয়—(১) কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি, (২) প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি।

১৯৪৭ সালের ১৪ই জুলাই গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয়েছিল। ঐ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংবিধানের মূল নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ঐ অধিবেশনেই মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু কমিটি, উপজাতি সম্পর্কে পরামর্শদাতা কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন বসে। ভারত সরকারের পক্ষে গণপরিষদ ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল।

Scanned by CamScanner

ভারত বিভাগের পর গণপরিষদের সদস্য ছিল ২২৯ জন—কংগ্রেস-১৯২ জন, মুসলিম লীগ-২৯ জন, আকালী-১ জন, অন্যান্য-৭ জন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদের মর্যাদা লাভ করেছিল।

গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে (১৫ই—২৯শে আগস্ট) মাউন্ট ব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ঐ অধিবেশনে একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয়। ঐ খসড়া কমিটির ওপর খসড়া সংবিধান রচনার ভার অর্পণ করা হয়। খসড়া কমিটির সভাপতি হিসাবে ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর মনোনীত হন। ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি খসড়া কমিটি গণপরিষদের কাছে খসড়া সংবিধান পেশ করে। খসড়াটি জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। খসড়া সংবিধানের ওপর ৭ হাজারের বেশি সংশোধনী প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে ২৪৩৭টি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলে। অবশেষে, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়।

গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন বসেছিল ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি। সেই অধিবেশনে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্রথম রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়।

—ভারতের সংবিধান রচনা করতে গণপরিষদের প্রায় ৩ বছর সময় লেগেছিল।

—গণপরিষদের মোট ১১টি অধিবেশন বসেছিল।

গণপরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন (Evaluation of the Role of Constituent Assembly)

Δ ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। গণপরিষদের খসড়া কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দেশের সংবিধান থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করেছে। গণপরিষদের সদস্যগণ পৃথিবীর বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানের শ্রেষ্ঠ অংশগুলোকে গ্রহণ করেছেন ও ঐ সব সংবিধানের ত্রুটিগুলোকে সচেতনভাবে পরিহার করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের ওপর মার্কিন সংবিধান ও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বি. এন. রাউ গণপরিষদের সাংবিধানিক পরামর্শদাতা হিসাবে বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করে গণপরিষদের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। সংবিধান রচনার পূর্বে সেই প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ দুর্গাদাস বসু বলেছেন যে, Indian constitution "has been prepared after ransacking all the known constitutions of the world."

Δ বস্তুত জাতীয় সংবিধান কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই সংবিধানের মধ্যে দিয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সেদিক থেকে ভারতীয় সংবিধান গণপরিষদের কৃতিত্ব বহন করে।

তবে কয়েকজন লেখক গণপরিষদের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন।

(১) অনেক লেখকের মতে গণপরিষদের গঠনগত সীমাবদ্ধতা ছিল। গণপরিষদের প্রতিনিধিরা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হননি। গণপরিষদে দেশীয়

Scanned by CamScanner

মনোনীত ৯৩ জন সদস্য ছিল। ঐ ব্যবস্থাও অনেকের মতে অগণতান্ত্রিক। কার্যক্ষেত্রে গণপরিষদে আইনবিদগণের পরিপূর্ণ প্রাধান্য ছিল।

(২) গণপরিষদ দ্বারা রচিত এই সংবিধান গণভোটে পেশ করা হয়নি।

(৩) গণপরিষদের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতারও উল্লেখ করা হয়। গণপরিষদে সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যরা মতামত প্রকাশের সুযোগ পাননি।

(৪) কয়েকজন সমালোচক গণপরিষদের দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেছেন। গণপরিষদ কার্যত কংগ্রেসপরিষদে পরিণত হয়েছিল। গণপরিষদে চারজন কংগ্রেস নেতার প্রাধান্য ছিল। এই চারজন নেতা ছিলেন—নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ। তাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট ছিলেন। গণপরিষদে তাঁদের চিন্তা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

কয়েকজন লেখকের মতে গণপরিষদ কেবল আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধান রচনা করেছে। তার ফলে ভারতীয় সংবিধান আইন-ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

(৫) সমালোচকদের মতে ভারতীয় সংবিধান মূলত রাজনৈতিক দলিল। সংবিধানে ভারতীয় জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়নি। ভারতীয় সংবিধানের ওপর গণভোট নেওয়া হয়নি। এই সংবিধান শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করেছে।

(৬) গণপরিষদ বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী ছিল। তবে সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন করে স্বাধীন ভারতে একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। গণপরিষদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

* স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল।
* ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল, ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলো থেকে ২৯২ জন সদস্য নির্বাচিত হন। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।
* গণপরিষদের গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পরিষদে উচ্চ-বিত্ত মানুষ ও আইন ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল।
* গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।
* গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন—ডঃ বি. আর. আম্বেদকর। ঐ কমিটির ওপর সংবিধানের খসড়া রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
* ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল।
* ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী খসড়া কমিটি গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পেশ করে।
* ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়।
* গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

Scanned by CamScanner